Name of Study Area: Urban
Data type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 50:51 min.
ID: IDI_AMR306_HH_U_19 July 17
Demographic information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family Members
Female	40	Class-VIII	Caregiver	30,000 BDT	NO	77 Years-Female	Bangali	Total=6; Husband, Wife (Res.), Son-3, Mother-in-law

প্রশ্নকর্তা: আমার নাম ...। আমি মহাখালীর কলেরা হাসপাতাল থেকে আসছি, আর এটা আমরা এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ে একটা গবেষণা কাজ করছি। তাহলে, আপার পেশা কি এটা একটু বলেন?

উত্তরদাতা: আমার?

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ।

উত্তরদাতা: নাকি আমার হ্যাসবেন্ডের?

প্রশ্নকর্তা: আপনার পেশা বলেন?

উত্তরদাতা: আমি তো গৃহিণী, ঘরের এই সব কাজ করি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। বাড়িতে কে কে আছে? মানে একসাথে আপনারা খাওয়া-দাওয়া করেন কত জনে?

উত্তরদাতা: একসাথে খাওয়া-দাওয়া করি, আমার তিনটা ছেলে, শ্বাশুড়ি, আমি, আমার স্বামী।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে আপনার তিনছেলে, আপনারা স্বামী-স্ত্রী মিলে ৫ জন আর আপনার শ্বাশুড়ি, মোট ৬ জন।

উত্তরদাতা: আর আত্মীয়-স্বজন তো আর না। আর ওরা তো নাতিন বেড়াতে আসছে।

প্রশ্নকর্তা: বেড়াতে আসছে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে মাঝে মাঝে আপনার বাড়িতে লোকজন এসে থাকে?

উত্তরদাতা: লোকজন মানে আমার ননদরা আছে না, ওরা মাঝে মাঝে এসে থাকে। ওরা তো প্রতি মাসে আসে, প্রতি মাসে না হলেও আসতেই থাকে। মানে আমার ননদ হলো ৫ জন।

প্রশ্নকর্তা: হু।

উত্তরদাতা: কেউ না কেউ তো আসেই।

প্রশ্নকর্তা: ওরা কি বেড়াতে আসে, না?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: রাতে কি থাকে?

উত্তরদাতা: রাতে থাকে আর সবাই যদি একসাথে থাকতে না পারে, কেউ উপরে থাকে, কেউ নিচে থাকে। যেই আসে মাঝে মাঝে দিনে থাকে, রাতে থাকে না, চলে যায়। এই আরকি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা। এভাবেই চলতেছে, না। আচ্ছা। তাহলে এটা একটু বলেন, আপনাদের কি কোন গৃহপালিত পশু বা প্রাণী এরকম কিছু আছে?

উত্তরদাতা: না না।

প্রশ্নকর্তা: নাই। আচ্ছা। তাহলে আপনাদের পরিবারে কে ইনকাম করে? এই যে বললেন, আপনার তিন ছেলে, আপনার স্বামী আর আপনার শ্বাশুড়ি। এর মধ্যে কে ইনকাম করে?

উত্তরদাতা: এদের মধ্যে ইনকাম করে আমার হ্যাসবেন্ড।

প্রশ্নকর্তা: হ্যাসবেন্ড। আর ছেলেরা আপনার কত বড়?

উত্তরদাতা: ছেলে...ছোট ছেলের বয়স দশ বছর হইছে, আর ও মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতেছে। মেঝো ছেলেও লেখাপড়া করতেছে মাদ্রাসার লাইনে আর বড় ছেলেও লেখাপড়া করছে কিন্তু ইদানিং লেখাপড়া করতেছে না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: বলতেছি, যদি লেখাপড়া না করিছ তাহলে তোর আব্বার ব্যবসাটা দেখো, আর তুমি ওইটাই ইয়ে (শিখে) করে নাও। আমার মেয়েটা বড় আর ছেলে তিনটা ছোট।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ছেলেরা লেখাপড়ার ভিতর আছে, ছোট তো।

প্রশ্নকর্তা: হু হু। তার মানে আপনার বড় ছেলে তার বাবার সাথে ব্যবসাতে ডুকতেছে।

উত্তরদাতা: চেষ্টা করতেছে। যেহেতু লেখাপড়া করবি না তাহলে এটা কর- এই আরকি।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে ভাইয়ের কিসের ব্যবসা এটা একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: ওই যে কাপড়ের। এটা তো এক হিসাবে ব্যবসা যেহেতু অর্ডার আসে, পোশাক দোকানে থাকা লাগে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু। এটা কি গ্যার্মেন্স?

উত্তরদাতা: ছোট-খাতো একটা কারখানা বলা যায়।

প্রশ্নকর্তা: ছোট কারখানা। আচ্ছা। এটা কি উনি একা করতেছেন নাকি সাথে আরো মানে শেয়ারে কেউ আছে?

উত্তরদাতা: না, এটা সর্ম্পূণ একা। আমার শ্বশুড় করছে, আমার শ্বশুড়ের থেকে উনি ছোটবেলা থেকেই শ্বশুড়ের সাথে ছিলো, আর শ্বশুড় বর্তমানে নাই তাই উনি এটা করে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: উনার সাথে আর কেউ নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে ওখানে উনার ইনকামটা কিরকম আছে? মাসে?

উত্তরদাতা: ওই মাসে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকার মত আসে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু।

উত্তরদাতা: এবং আমাদের খরচও এরকম হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: না, ধরেন খরচতো...আয় যদি করতে না পারি তাহলে তো খরচও করার কিছু নাই।

উত্তরদাতা: অনেক সময় আছে না- আমার তো এটা লাগবেই- যেহেতু আমার বাচ্চা লেখাপড়া করে, এই দুই-তিনটা বাচ্চার পিছনে আমার অনেক টাকা যায়। এরপরে আমরা এই যে বাসাটায় থাকি এই বাসার কারেন্টের বিল, গ্যাস বিল সমস্ত তো আমাদের দিতে হয়। না?

প্রশ্নকর্তা: তা তো অবশ্যই।

উত্তরদাতা: তারপরে মনে করেন খাওয়া-দাওয়া, একেবারে তো নেই করে চলা যায় না। বিভিন্ন দিক থেকে সবকিছু মিলে আমাদের সমান সমান হয়ে যায়। আমরা যে কোথাও সামনে একটু আগাবো তারও কোন সুযোগ নাই মানে হচ্ছে না। এই যে দেখেন না, এই বাড়ি রয়েছে ঠিকই কিন্তু অনেক বছর ধরে সামনের অর্ধেকটা রয়েছে। এটা তো আমাদের দরকার, যেহেতু আমাদের ফ্যামিলিটা তো বড়, হয়তো এখন আমরা সবাই ভিন্ন খায়তেছি ঠিক আছে, কিন্তু এই জায়গাটা আমার স্বামীর মানে তাদের চারটা ভাইয়ের নামে। শুধু একার না। চার ভাইয়ের।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ওই ভাইয়েরা কি আপনাদের কিছু দেয়?

উত্তরদাতা: না এরকম না। কোন হ্যাল্প করা বা কোন কিছু এরকম না। কিন্তু সবার ভিতরে সর্ম্পকটা ভাল আছে। আমরা সবাই যাওয়া-আসা করি বা ওরা আসে বা দাওয়াত দিলে ওরা আসে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু।

----------৫:১০

উত্তরদাতা: যদি মনে করেন কোন দরকার লাগে বা কোন ঋণ চাইবে তাহলে দিবে, আবার সেটা পরিশোধ করে দিবে-এরকম আরকি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। পরিশোধ করে দিবে। আচ্ছা, যেহেতু উনার নিজস্ব কারখানা আছে, ছোট হোক, ব্যবসা যেহেতু একটা চালান, যেটা বললেন, ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা হয় উনার ইনকাম তাহলে কি সেটা মাসে ৩০ হাজার টাকা। মানে হাতে আসে, হয়তো আপনাদের খরচ হয়ে যায় বিভিন্ন কাজে।

উত্তরদাতা: হু, ৩০ হাজার হবে।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে ৩০ হাজার টাকা আপনাদের মাসে ইনকাম?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তা: এছাড়া আপনাদের বাড়িতে আর কি কি জিনিসপত্র আছে এটা একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: জিনিসপত্র বলতে- ঘরের ভিতরে?

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ। যেটা বলছিলাম আপনাদের এখানে কি কি জিনিসপত্র আছে?

উত্তরদাতা: এই ধরেন বাসা এতকিছু নাই, সেটা তো দেখতেছেন- একটা ফ্রিজ এটা জরুরী, এটা লাগেই।

প্রশ্নকর্তা: হু হু।

উত্তরদাতা: আর এমনি ঘরের ভিতর বলতে আমার একটা আলমারি আছে স্টিলের, একটা শো'কেস আছে এই তো আর একটা খাট আছে, তেমন করে অনেক কিছু যে করি তা করিও না, আবার এটা চাইও না অনেক জাঁকজমক করে থাকবো ওরকম না। এই মোটামুটি ভাবে থাকা আরকি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে এই বাড়িটা কার?

উত্তরদাতা: এই বাড়িটা বর্তমানে চার ভাইয়ের নামে।

প্রশ্নকর্তা: ভাড়া দেন?

উত্তরদাতা: ভাড়া দিবো কিভাবে? নিজেরাই তো থাকতে পারি না। আর বললাম না নিজেরাই তো আমাদের জায়গা হয় না যখন সবাই আসে। এটা চার ভাইয়ের নামে আর মেহমান আসলে জায়গা হয় না।

প্রশ্নকর্তা: জায়গা তো চার ভাইয়ের নামে কিন্তু এই বাড়িটা কার?

উত্তরদাতা: বাড়িটা ছিলো আগে আমার শ্বাশুড়ির নামে।

প্রশ্নকর্তা: হু?

উত্তরদাতা: আমার শ্বাশুড়ি, মানে আমার শ্বশুড়েরই জায়গা সুবিধার জন্য বাড়ি করার সময় শ্বাশুড়ির নামে করেছে। পরে শ্বাশুড়ি আবার বলেছে ঠিক আছে আমার তো বয়স হয়ে যাচ্ছে বাড়িটা তোদের নামে নিয়েনে।

প্রশ্নকর্তা: হু।

উত্তরদাতা: তখন শ্বাশুড়ি ছেলেদের নামে বাড়িটা দিয়ে দিয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে এটা একটু বলেন, আপনারা ৬ জন মোট পরিবারের সদস্য। এই ৬ জনে সবাই কি এখন সুস্থ আছেন?

উত্তরদাতা: আল্লাহ্ রাখছে বর্তমানে সুস্থ রাখছে, কিন্তু আমার শ্বাশুড়ি সব সময় ঔষধ ব্যবহার করে, সবসময় ঔষধের উপর থাকে, উনি অসুস্থ। আর আমার হ্যাসবেন্ডও কোমরে ব্যথা, আর সব সময় ঔষধই খায়। এই হোমিওপ্যথি বলেন আর এ্যালওপ্যথি বলেন কোন না কোন একটা খাওয়ায় লাগে। আর আমিও আল্লাহ্ দিলে সুস্থই থাকি, তেমন ঔষধ কন্টিনিউ করি না এই হিসাবে যে ঔষধ

একবার শুরু করলে করতেই হবে। এই হিসাবে আমার একটু প্রেশার আছে, আর শুধু একটা প্রেশারের ঔষধ এটা আপনার খেয়ে যেতে হবে, এখন এই ঔষধটাই খায়। আর আমার ছোট বাচ্চা ওই যে মাদ্রাসায় থাকে ঔষধ লাগলে হুজুররা ডাক্তারের কাছে নেয় আর ঔষধ আনে। আর মেজে ছেলেরও একটু চুলকানি আছে, ঔষধপত্র খাচ্ছে, মলম লাগাচ্ছে। আর ওই সর্ম্পণ তো সুস্থ কেউ থাকে না অনেক সময় সুস্থ মানুষও হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: হু, সেটা বলা যায় না।

উত্তরদাতা: অসুখ কখনো বলে আসে না,

প্রশ্নকর্তা: বর্তমানে কারোর ডাইরিয়া বা জ্বর বা এরকম কিছু আছে কি?

উত্তরদাতা: বর্তমানে এরকম কিছু নেই।

প্রশ্নকর্তা: এরকম কিছু নেই। আপনার যেমন আছে প্রেশার, আর ভাইয়ের আছে কোমরে ব্যথা।

উত্তরদাতা: আর আমার শ্বাশুড়িরও শারীরিকভাবে খুবই অসুস্থ বসলে উঠতে পারে না।

প্রশ্নকর্তা: উনার কি সমস্যা?

উত্তরদাতা: বয়স হইছে না? বসলে উঠতে পারে না, কষ্ট হয়, পরে উনার চুলকানি হয়েছে, বর্তমানে একটু ভাল হয়েছে, এরপর হার্টেও একটু সমস্যা হয়েছে। এরকম উনার বিভিন্ন সমস্যা আছে আমার শ্বাশুড়ির।

প্রশ্নকর্তা: হু।

উত্তরদাতা: কিন্তু ডাইরিয়া বা জ্বর এরকম কারোর নেই বাসায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে এটা একটু বলেন, যেহেতু ভাই পরিবারের বাইরে বাইরে থাকে আর আপনি পরিবারের থাকেন তাহলে এটা একটু জানতে চাই আপনি কিভাবে জানতে পারেন বাড়িতে যখন তারা অসুস্থ হয়ে যায়?

উত্তরদাতা: অসুস্থ হয়ে যায় যখন মানে যেটা নাকি শারীরিক অসুস্থটা সেটা তো দেখায় যায়। আবার জ্বর হয়ছে এটা যদি কেউ বলে সেটা তো ধরে দেখা লাগে যে সত্যি জ্বর হইছে। জ্বর তো দেখতে হয়, ঠিক না?

প্রশ্নকর্তা: হু।

উত্তরদাতা: জ্বর তো অনুভব করে দেখতে হয় যে ওর সত্যিই জ্বর হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: হু।

উত্তরদাতা: আর এমনি একটা মানুষ অসুস্থ হলে স্বাভাবিক বুঝা যায় ও অসুস্থ হয়েছে কেন? শুয়ে রয়েছে কেন? তোমার শরীর ভাল না খারাপ এভাবে আরকি জানি। আর তখন হয়তো আমার ছেলে বললো আম্মু আমার তো এই অসুখ হয়ছে -এভাবে বলে তখন আরকি বুঝতে পারি।

----------১০:১৬

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে এটা একটু বলেন, হঠাৎ করে আপনি যখন অসুস্থ হয়ে যান সেটা ছোট ধরনের হোক বা বড় ধরনের হোক, এই ধরনের অসুস্থ হলে আপনারা প্রথমে কোথায় যান?

উত্তরদাতা: অসুস্থ হলে আমি বলবো যে, যেটা নাকি সুন্নত তরিকা, যেটা নাকি আমরা সবসময় সদগার মানি যে, যে আমরা সদগা দিয়ে দিবো এই যে লোকটার কিছু মসিবত আসছে; তারপরে আমরা নামাজের বসি, যেটা হচ্ছে সুন্নত, নামাজ পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে বলি আল্লাহ্ সুস্থ করে দিও। তারপরে যদি ঔষধ...যেহেতু জ্বর হয়েছে ঘরে যদি নাপা থাকে তখন বলি যে, এই নাপা খাও তাহলে ভাল হয়ে যাবা, আল্লাহ্ তোমার রোগ ভাল করে দিবে। আর ভাল করার মালিক তো আল্লাহ্, হ্যাঁ?

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: তো এরকম হলে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসাটা ঘরেই দেখি। যখন দেখি তাও ছাড়তেছে না তখন আশেপাশে যেখানে ডাক্তার আছে আমরা ওখানেই যায়।

প্রশ্নকর্তা: আশেপাশের ডাক্তার বলতে? ডা:২৮

উত্তরদাতা: আশেপাশে যেমন স্টেশন রোডে এমবিবিএস ডাক্তার আছে ডা:২৮, উনি মনে হয় অন্য জায়গায়ও বসে তবে ওখানেই এসে বসে বিকালে। উনি আমাদের সাথে অনেক দিন ধরে পরিচিত আর আমরা উনার কাছেই বেশি যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আর এরকম উনি শিশু বিশেষজ্ঞও মানে উনি শিশুদেরও দেখে। আর এছাড়া যাদের বাচ্চা হবে, গর্ভবতী তারা টঙ্গী মেডিকেলে কম যাওয়া হয় কিন্ত এর পাশে যে ডাক্তাররা বসে ওদের কাছে যাওয়া হয়। ওরা আমাদের পরিচিত সবাই, ওখানেই যাওয়া হয় যাদের সিজার করে বাচ্চা হওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা: যদি...

উত্তরদাতা: যদি যাওয়া লাগে। এই আরকি।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আপনার ছোট বাচ্চাটার জন্য কোথায় যান? মানে আপনার ছেলের জন্য যে দশ বছর বললেন?

উত্তরদাতা: ও বর্তমানে মানে যখন বাসায় আসে যখন অসুখ হয় তখন আমরা ডা:২৮ এর কাছেই বেশি যায়।

প্রশ্নকর্তা: ও আপনারা সবসময় ওই ডা:২৮ এর কাছে যান।

উত্তরদাতা: আর যদি সিরিয়াস না হয় তাহলে হোমিও ঔষধের জন্য টি এন টি বাজার যায়, সেখান থেকে আনা হয় ধরেন একটু শুলকানি হইছে বা এরকম কিছু হলে।

প্রশ্নকর্তা: হোমিও ডাক্তারের নাম কি?

উত্তরদাতা: টি এন টি বাজারে আছে কিন্তু নামটা আমি সঠিক বলতে পারবো না। কিন্তু নতুন বাজার যে ছিলো উনার নাম যেন কি, কি যেন উনার থেকে আনতো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। হোমিও চিকিৎসার জন্য কখন যান? কখন এ্যালোপ্যথিক চিকিৎসা করেন আবার কখন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন?

উত্তরদাতা: যখন অসুখ অল্পর ভিতর থাকে তখন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নিয়ে আসি তখন মনে হয় এই ঔষধটা উনার থেকে আনলে মনে হয় এটা ঠিক হবে। আর যখন দেখি অসুস্থটা বেশি হইছে বা মারাত্মক তখন তো আমরা এ্যালোপ্যাথিকের দিকে যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, তাহলে কখন এ্যলোপ্যাথিক চিকিৎসা করেন?

উত্তরদাতা: জ্বর হলে আমরা এ্যলোপ্যাথিকই চিকিৎসা করি।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে নির্দিষ্ট কোন অসুখের জন্য হোমিও চিকিৎসা করেন?

উত্তরদাতা: ধরেন এই যে, হঠাৎ করে অনেক সময় ঠান্ডাও লাগে বাচ্চার ঠান্ডাও লাগছে আর ও একটু ছোট মানুষ যেহেতু তো হোমিওপ্যাথিক ঔষধটা এনে দিলে একটু ভাল হবে তারপরেও যদি ভাল না হয় তখন হয়তো---তবে শুরুতেই আমরা সদগা মানি বললাম না?

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ

উত্তরদাতা: বলি যে এটার সদগা দিয়ে দাও, এটা সমস্ত রোগের সেফা, আল্লাহ্ রোগ দিয়েছে এবং আল্লাহ্ রক্ষা করবে- এই যে এই সদগার উসিলায়, তারপরে নামাজ পড়া, আর ঘরে মধু থাকলে মধু খাওয়া-এগুলো হলো সুন্নত তরিকা প্রাথমিক অবস্থায়।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে কি প্রাথমিক অবস্থায় যে অসুখই হোক আপনারা এটাই করেন?

উত্তরদাতা: হু হু। ধরেন অসুস্থ হইলো এখন নামাজ পড়, আল্লাহর কাছে বলো আল্লাহ তুমি আমাকে ভাল করে দাও। আমরা এই সব করি, এরপর আমরা বাইরে যায় (ডাক্তারের কাছে)।

প্রশ্নকর্তা: কত দিন পরে যান?

উত্তরদাতা: ধরেন একদিন পার হয়ে গেলো বা দুই দিন পার হয়ে গেলো এখন ভাল হচ্ছে না এখন অন্য চিকিৎসা করতে হবে।

প্রশ্নকর্তা: তখন আপনারা হোমিওপ্যাথিকে যান নাকি এ্যলোপ্যাথিকে যান?

উত্তরদাতা: ওই এ্যলোপ্যাথিকেই যাওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। বাচ্চাদের যদি ঠান্ডা হয়, যেমন- ছোট বাচ্চা আপনার ওই দশ বছরের যে ছেলে আছে তার যদি ঠান্ডা লাগে আপনারা তখন কোথায় যান?

উত্তরদাতা: ওর জন্য আমরা হোমিও তে কম নিয়ে যায় ওই এ্যলোপ্যাথিকে বেশি নেওয়া হয়। আর ওর আবার ছোটবেলা থেকেই একটু ঠান্ডা বেশি ছিলো। আর ওর ঠান্ডা লাগলে কষ্টটা বেশি হয়ে যেতো। ওই ঔষধই খাওয়ায়ছি আর এখন ধূরে থাকে।

প্রশ্নকর্তা: এখন কোথায় থাকে?

উত্তরদাতা: ময়মনসিংহ থাকে।

প্রশ্নকর্তা: এখানে থাকে না আপনাদের সাথে?

উত্তরদাতা: না, আমাদের সাথে থাকে না। ও এক মাস পর পর আসে দুই দিনের ছুটিতে। আর যখন বেশি ছুটি পাই ঈদের সময় এক সপ্তাহ ছুটি পাই তখন আসে। চিকিৎসা করা লাগলে তখন নিয়ে যায়। আর মেজো ছেলে থাকে চেরাগআলী, ওখানে থেকে পড়ে।

প্রশ্নকর্তা: ওখানে থেকে পড়ে? এখানে আসে না?

উত্তরদাতা: আসে না আবার এই যে প্রতি সপ্তাহে একবার আসে। এই যে রমজানে পুরো মাস তো এখানে থাকলো, এখন আবার ভর্তি করে দিয়েছি, এখন প্রতি সপ্তাহে একবার আসবে, বৃহস্পতিবারে আসে আর শুক্রবারে বিকালে চলে যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে কি শুধু বড় ছেলে এখানে থাকে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, শুধু বড় ছেলে এখানে থাকে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে তো আপনারা এখানে কম মানুষ থাকেন।

উত্তরদাতা: কিন্তু যখন থাকি তখন তো অনেক লোকজন থাকি। বললাম না, আমার বাসায় সবসময় আত্মীয় থাকে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আমি আর একবার বলি আপনার কথা মতে যে, আপনারা ছোট বাচ্চাদের...আচ্ছা আপনি ছোট বাচ্চা বলতে কাকে বুঝায়ছেন?

উত্তরদাতা: ছোট বাচ্চা বলতে ও (ছোট ছেলে) যখন ছোট ছিলো এখন তো ছোট নাই, এখন বড় হয়েগেছে।

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা, যখন ছোট ছিলো তখন নিয়ে গেছিলেন।

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আগে হোমিওপ্যথিক চিকিৎসা করেছিলেন তারপরে ওখানে না হলে তখন এ্যলোপ্যাথিক চিকিৎসা করেছিলেন।

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আর এখন আপনি সব এ্যলোপ্যথিক খাওয়ান।

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আর আপনারা আপনাদের মানে বড়দের জন্যও কি হোমিওপ্যথিক চিকিৎসা করেন?

উত্তরদাতা: বড়দের জন্য মাঝে মধ্যে দেখা যায় হঠাৎ করে আনা হয় সব সময় না।

প্রশ্নকর্তা: কোন অসুখের জন্য নির্দিষ্ট কোন অসুখের জন্য আপনারা নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: নির্দিষ্ট কোন অসুখ নাই হয়তো অনেক সময় ঠান্ডা লাগছে বা একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে যে, এরকম হইছে বা এরকম দেখা দিয়েছে এটা কি করলে কি হয়? তো হোমিওপ্যাথিকটা এনে দিই তুমি এটা খেয়ে দেখো, মানে ভাল হইতে পারে- এরকম আরকি।

প্রশ্নকর্তা:এটা কি শুধু ঠান্ডা লাগলে?

উত্তরদাতা: হু হু। বিশেষ করে ঠান্ডাটা লাগলে আর হালকা হালকা একটু জ্বর হইতেছে, আর অনেক সময় দেখা যায় হোমিওপ্যথিক ডাক্তাররাও এখন ওই নাপাটা দেয়। এরা বলে যান এটা নিয়ে যান আবার নাপাও একটা কিনে নিয়ে যান।

প্রশ্নকর্তা: ওই নাপার পাতা যেটা আছে ওটা?

উত্তরদাতা: না, নাপার পাতা না ওই লিকুইড আছে না, ওইটা। ছোট মানুষের জন্য,

প্রশ্নকর্তা: এটা তো ছোটদের জন্য আর বড়দের জন্য?

উত্তরদাতা: বড়দের জন্য ওইযে নাপা এক্সট্রা বা প্যারাসিটামল।

প্রশ্নকর্তা: এটাও কি হোমিওপ্যথিক ডাক্তার দেয়?

উত্তরদাতা: না না, হোমিওপ্যথিকরা এটা দেয় না। এরা হয়তো বলে দেয় এটা নিয়ে যান যদি না হয় তাহলে এটা নিয়ে এসে খায়েন বা ডাক্তারের কাছে যায়েন।

প্রশ্নকর্তা: আপনার কথা মতে, উনি একটা হোমিও ঔষধ দিলো, দিয়ে বলে এটা দিয়ে যদি না হয় তাহলে আপনি নাপা খায়েন।

উত্তরদাতা: নাপা খায়েন বা ডাক্তারের কাছে যায়েন, পরামর্শ নিয়েন, কি করা যাবে?

প্রশ্নকর্তা: তারমানে তো আপনারা দুইদিকেই চিকিৎসা করেন হোমিওপ্যথিকও করেন আবার সমানভাবে এ্যলোপ্যথিকও করেন।

উত্তরদাতা: হু, এ্যলোপ্যথিকও করি।

প্রশ্নকর্তা: আর কোথাও যান না তো? মানে চিকিৎসার জন্য?

উত্তরদাতা: না ।

প্রশ্নকর্তা: হোমিও বা এ্যলোপ্যথিক ছাড়া আরকি?

উত্তরদাতা: না, এমনি অন্য কোন ঔষধপত্র খায় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে আপনারা এই দোয়া পড়েন, তারপরে হচ্ছে...

উত্তরদাতা: নামাজ পড়ি, সদগা দিই।

প্রশ্নকর্তা: তারপর হচ্ছে হালকা জ্বর বা ঠান্ডা থাকে তাহলে আপনারা হোমিওপ্যথিক ডাক্তার দেখান আর যদি ভাল না হয় তাহলে এ্যলোপ্যথিক দেখান।

উত্তরদাতা: হু, এ্যলোপ্যথিক দেখাই।

প্রশ্নকর্তা: আর এ্যলোপ্যথিকে গেলে যান হচ্ছে ডা:২৮এর কাছে।

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, উনি আমাদের এখানে পরিচিত ডাক্তার, অনেক দিন ধরে আসেন এজন্য উনার কাছে যাওয়া হয় ডা:২৮ এর কাছে।

প্রশ্নকর্তা: আর হোমিও ডাক্তারের নাম মনে করতে পারেন না, না?

উত্তরদাতা: না উনার নাম জানি না তবে আমাদের এখানে একজন আছেন, তবলিকের সাথি উনি হচ্ছেন ডা:৩৮

প্রশ্নকর্তা: ডা:৩৮? সেকি হোমিও ডাক্তার?

উত্তরদাতা: হু, সে হোমিও চিকিৎসা করাই।

প্রশ্নকর্তা: তার কি দোকানও আছে?

উত্তরদাতা: আমি সঠিক জানি না। তার মনে হয় বাসায় থেকে করে কিনা কে জানে। আমি ভাল বলতে পারি না। উনি বোতলে বিভিন্ন ধরনের এই সব (ঔষধ) বানায়।

প্রশ্নকর্তা: হু হু?

উত্তরদাতা: তো এই সব আর কি। মাঝে মধ্যে তার থেকেও আনে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এখনো তো আনেন?

উত্তরদাতা: এখনো মাঝে মাঝে আনেন, ওর আব্বু আনে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। প্রথমেই কোথায় যাবেন বা নামাজ পড়বেন কিনা, এ্যলোপ্যথিকে যাবেন বা হোমিওপ্যথিকে যাবেন এই সিদ্ধান্তটা কে নেয় বাড়ির মধ্যে?

উত্তরদাতা: আমি ওর আব্বুর কাছে জিজ্ঞাস করি। এমনি বলি যে ওর এই অসুখ হইছে এখন কি করা যায়। তখন আরকি বলে যাও, ডাক্তারের কাছে যাও। ধরেন এই ডা:২৮ এর কাছে নিয়ে যাও, ওকে দেখায় আনো কি অবস্থা ।

প্রশ্নকর্তা: তার মানে কি কোন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে...

উত্তরদাতা: কোন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে সেটা আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে সিদ্ধান্ত নিই; মানে কি করলে কি হবে, মানে হঠাৎ করে আমি বললাম এটা হবে- এরকম না। আমি উনার কাছে জিজ্ঞাস করি এটা হইছে এখন কি করবো? উনি তখন বলে যে যাও এখন নিয়ে যাও, ডাক্তারের কাছে যাও।

----------২০:১৬

প্রশ্নকর্তা: তারমানে শেষ সিদ্ধান্তটা উনি দেয়?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: ওখানে যাওয়ার পরে, অনেক সময় ডাক্তাররা তো প্রেসক্রিপশন দেয় বা কাগজে যে লিখে দেয় এই ঔষধ লাগবে বা ওই ঔষধ লাগবে। এই অসুখ হইছে তিন ধরনের বা চার ধরনের ঔষধ লিখে দেয় এই ঔষধগুলো যে কিনে আনবেন বা কতটুকু কিনে আনবেন এই সিদ্ধান্ত কে নেয়?

উত্তরদাতা: এটা ওর আব্বু বলে দেয় তুমি এক কাজ করো--- আমরা ওখান থেকেই ঔষধ আনি। যেখানে আমরা ডাক্তারের কাছে যায় ওখানে ফার্মাসি, ওখানে ঔষধ আছে। ডাক্তারের ওখানে প্রেসক্রিপশন করে দিলে আমরা ওখানে যে কিনা ফার্মাসিতে থাকে ওর কাছে প্রেসক্রিপশনটা দিলে সে দিয়ে দেয়। বলে এত টাকার হইছে, এত টাকার ঔষধ। তখন আমরা বলি যে, ঠিক আছে এই টাকায় দিয়ে দেন, ২/১'শ টাকা বাকি থাকে সেটা পরে দিবো।

প্রশ্নকর্তা: তার মানে যা ঔষধ দেয় যত ধরনেরই ঔষধ দিক যত দিনেই দিক আপনারা পুরো কোর্স নিয়ে আসেন।

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: পুরো কোর্সই নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: হু। নিয়ে আসি আবার কিছু বাকি থাকে, অনেক সময় বলে যে, আপনি সামনের সপ্তাহে চলে আসেন; মানে এই সপ্তাহ খেয়ে দেখেন পরে এক সপ্তাহ পরে দেখায় যায়েন। তখন আমরা পরে আবার যায় এবং বাকিগুলো নিয়ে আসি। আবার যদি খাওয়া লাগে নিয়ে এসে খায়।

প্রশ্নকর্তা: সাধারণত কতদিনের নিয়ে আসেন? ঔষধ?

উত্তরদাতা: সপ্তাহের। এক সপ্তাহের।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে যেটা বলছিলাম কত দিনের এক সাথে নিয়ে আসেন? বললেন, এক সপ্তাহের নিয়ে আসেন সাধারণত।

উত্তরদাতা:হুম, এক সপ্তাহের। অনেক সময় যদি দূরে যেতে হয় মানে ছেলেটা মাদ্রাসায় চলে যাবে তখন এক মাসের ঔষধ নিয়ে আসি যদি লাগে। এটা হঠাৎ করে সব সময় না তো। আবার এরকম আছে যে, এক সপ্তাহের ঔষধটা নিয়ে আসি, এটা খাওয়অনোর পরে আবার দেখায়া বাকিটা পরে আবার নিবো এরকম হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আচ্ছা। তার মানে ডাক্তার যদি পুরো কোর্সও দেয়, যদি সেটা আপনার ছেলের জন্য হয় যদি সে মাদ্রাসায় চলে যায় তখন সেটা এক মাসের নিয়ে আসেন। আর যদি মনে হয় এক সপ্তাহের নিয়ে এসে আবার ডাক্তার দেখায় পরেরটা নিয়ে আসেন- এরকম?

উত্তরদাতা: হুম, এরকম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে এই যে নিয়ে আসবেন কিনা বা কতগুলো নিয়ে আসবেন এই সিদ্ধান্তটা কার থাকে?

উত্তরদাতা: এই সিদ্ধান্তটা অনেক সময় ওখান থেকে ওর আব্বুকে ফোন দিই, এই রকম ঔষধ দিয়েছে সব কি নিয়ে আসবো? নাকি পরে আনবো? আর টাকা তো এরকম হইছে; তখন সে বলে ঠিক আছে নিয়ে এসো আর টাকাটা পরে গিয়ে দিয়ে আসবো।

প্রশ্নকর্তা: হু, আচ্ছা। বাকিও ঔষধগুলো কোথা থেকে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: হু, বাকি তো কিছু থাকেই, সব ঔষধ তো সব সময় এক সাথে আনা যায় না টাকা দিয়ে; ধরেন আমি টাকা নিয়ে গেছি ১০০০ টাকা বা ৫০০ টাকা আর ঔষধ হয়ে গেছে ৭০০ টাকা বা ৮০০ টাকা সব মিলে তখন আমি কি করবো তখন টাকাটা হয়তো রেখে আসি পরে দিবো বলে।

প্রশ্নকর্তা: হু, তো ঔষধ সাধারণত আপনারা কোথা থেকে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: ঔ ফার্মাসি থেকে।

প্রশ্নকর্তা: ফার্মাসির নামটা বলতে পারবেন?

উত্তরদাতা: নামটা হলো যে...ফার্মাসির নামটা এখন তো সঠিক বলতে পারবো না। এটার নাম হলো যে নাভা..কি মেডিসিন যেন, মানে ওই ভাইয়ের বাচ্চার নামে দোকানটা...লেখা ছিলো তবে এখন সঠিক বলতে পারবো না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ওই ডা:২৮ বললেন, সেকি এমবিবিএস ডাক্তার?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, এমবিবিএস ডাক্তার। উনি এখানে এসে বিকালে বসে চেম্বার আছে।

প্রশ্নকর্তা: ঔখানে আবার ঔষধও বিক্রি হয়?

উত্তরদাতা: হুম, ঔষধও বিক্রি হয়। যার দোকান সেখানেই ডাক্তার এসে বসে।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের সাধারণত যখন ঔষধ লাগবে তখন আপনারা কোথায় যান?

উত্তরদাতা: ওখান থেকেই বেশির ভাগ ঔষধ নিয়ে আসি। আর অন্য জায়গায় পাওয়া না গেলে এখানে পাওয়া যাবে। যেহেতু ওখানে ডাক্তার আসে, ডাক্তার বসে এজন্য ওখানে বেশিরভাগ ঔষধ পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে সর্বশেষ কার জন্য ঔষধ নিয়ে আসছেন একটু মনে করেন?

উত্তরদাতা: ওখান থেকে এই মেয়েটা আর ছেলে মেজোটা ওরা দুইজনে এক সাথে গেছিলো অসুস্থ হয়েছিলো বলে, তখন তাদের ঔষধটা দেয় নাই। তাই ওরা ওখান থেকে ঔষধ নিয়ে না এসে প্রেসক্রিপশন করে নিয়ে এসে ঔষধ আনছে অন্য জায়গা থেকে। কিন্তু ওরা মলম যেটা দিয়েছে সেটা ওখান থেকে গিয়ে আমার ছেলের আনা লাগছে। শেষে ওরা ঔষধ নিয়ে আসছে টিএনটি থেকে।

প্রশ্নকর্তা: টিএনটি থেকে নিয়ে আসছে কেন?

উত্তরদাতা: ওখান থেকে নিয়ে আসে নাই ওই সময় হয়ছে ওরা দুইজন যখন গেছে তখন রমজানের ভিতরে ছিলো তো, আর কিছু টাকা বাকিও ছিলো তাই বলেছিলো এখন তো এটা দেওয়া যাবে না তোমরা টাকা নিয়ে এসো পরে ঔষধ নিবা। তখন আরকি ওখান থেকে ঔষধও আনেনাই অন্য দোকান থেকে নিয়ে আসছে।

----------২৫:০৭

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা। বাকি ছিলো তাই ওরা ঔষধ দেয় নাই, আগে শোধ করতে হবে তারপরে নিতে পারবে, এরকম ছিলো?

উত্তরদাতা: হু হু।

প্রশ্নকর্তা: এটা কত দিন আগে হবে?

উত্তরদাতা: এটা দুই মাসের ভিতরে হবে। দুই মাসও হয় নাই মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো কি অসুখ হয়েছিলো সেটা একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: ওই যে বললাম আমার ছেলেটার (মেজো) শুলকানি হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: হু হুম সেটা এ্যলার্জি ছিলো?

উত্তরদাতা: এ্যলার্জি থেকেই মনে হয় একটু শুলকানি হয়েছে তখন সে শুলকানির জন্য গেছিলো।

প্রশ্নকর্তা: কোথায়?

উত্তরদাতা: পায়ে হইছে আবার পেটের কাছে দেখছি একটু।

প্রশ্নকর্তা: এটা কি শুলকানি শুধু?

উত্তরদাতা: এটা শুলকানি না এটা দাউদের মত, দাউদ বলে। ওইটার জন্য গেছিলো।

প্রশ্নকর্তা: আর মেয়ের কি হয়েছিলো?

উত্তরদাতা: মেয়ের মনে হয় গ্যাস্টিক বাড়ছে তাই বুকে একটু ব্যথা করে, ওই জন্য এক্স-রে করেছে, ও রিপোট দেখাতে গেছিলো, ঔষধ খাওয়ার পরে আবার দেখাতে গেছিলো। ওই এক থেকে দেড় মাস হবে, মিনিমাম দেড় মাস তো হবেই।

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: রমজানের ভিতরে তো তাই আর রমজান চলে গেছে আজ ১৫ দিন তো হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা: আর আপনার ওই যে হোমিওপ্যথিক সেটা সর্বশেষ কবে আনছেন?

উত্তরদাতা: সর্বশেষ কবে আনছে সেটা বলতে পারছিনা। কিন্তু ওর আব্বু যখন জামাতে যায় তখন নিয়ে আসে, তখন কি আনছিলো সেটা মনে নেই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। যেটা আমরা বলছিলাম, কবে আনছেন? জামাতে যায় বললেন?

উত্তরদাতা: বর্তমানে মনে হয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আনা হয় নাই মনে হয়। হয়তো অন্য ঔষধ নিয়ে আসছেন।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, সর্বশেষ কবে আনছেন সেটা মনে করেন? ৬ মাস আগে বা এরকম?

উত্তরদাতা:এরকম হতে পারে কারণ দুই/চার মাসের ভিতর ঔষধ আনা হয়নি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, কিজন্য আনছিলেন সেই ঔষধ, হোমিও ঔষধ?

উত্তরদাতা: এই তো এই যে ঠান্ডা-কাশির জন্য।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। কার জন্য এটা?

উত্তরদাতা: এই যে বাচ্চা-কাচ্চার জন্য আনা হয়েছিলো।

প্রশ্নকর্তা: এই মেয়ের দিকের নাতিনের জন্য?

উত্তরদাতা: ওদের জন্য মাঝে মধ্যে ঔষধ আনা লাগে।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে এটা একটু বলেন, ডা:২৮ যেখানে বসে সেখানে সেই ফার্মাসিতে কি কি ধরণের ঔষধ পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা: বিভিন্ন ধরণের রোগগুলো সাধারণত হয়, আমরা যেগুলো দেখতেছি রোগ দেখি সমস্ত রোগের ঔষধই ওখানে পাওয়া যায়। ডাইবেটিসের ঔষধ বলেন বা প্রেশারের ঔষধ বলেন বা জ্বর হোক, যেকোন ব্যথা হোক বা এই হোক মানে এভরিটিং যা হয় সবকিছুই পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, তাহলে ওখানে মোটামুটি সব ধরণের ঔষধই পাওয়া যায়। আপা এই এই যে এন্টিবায়োটিক ঔষধ এটা সর্ম্পকে একটু বলেন? এটা সর্ম্পকে কি শুনেছেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক, এটা একটা ভাল চিকিৎসা। যেহেতু কারোর কিছু হলে আমরা এইটা নিই সবাই। আমরা যখন মেডিকেলে যায় তখন...এটা আসলে আমি তেমন করে বুঝায় বলতে পারবো না। এটা তো মনে করেন একটা চিকিৎসার ইয়ে...তাই না? কারণ বুঝুক বা না বুঝুক সবাই কোন অসুখ হলে ওখানেই যায় মানে ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তাররা বলে এটা খান বা এটা খেলে এটা এই রোগের ঔষধ আর প্রতিটা রোগেই তো একটা ঔষধ এরা তৈরি করেছে তো এইভাবে এরা মানে আমরা সবাই ওখানেই যায়। এটা খেলে হয়তো আল্লাহ্ এটা ভাল করে দিতে পারে। সবকিছুর একমাত্র উদ্দেশ্য তো আল্লাহ্, আল্লাহ্ ভাল না করলে তো ঔষধেরও কোন ক্ষমতা নেই। তারপরেও ডাক্তাররা যেহেতু গবেষণা করেছে যে, এই রোগটার এই ঔষধ বের করেছে এটা খেলে এটা ভাল হবে এটা আল্লাহ্ সুস্থ করে দিবে। এজন্য সবাই সেদিকেই যায়। তো এটা তো আপনারাই ভাল বলতে পারবেন, আমরা তো সঠিক বলতে পারবো না।

প্রশ্নকর্তা: না না, আমি শুরুতে যেটা বলেছি, মানে আমরা যেটা জানতে চাইছি এই গবেষণার মাধ্যেমে আপনাদের এখানে আপনারা এন্টিবায়োটিক সর্ম্পকে নি জানেন? এই ঔষধটা সর্ম্পকে আপনারা কি জানেন এটা? মানে কখনো শুনেছেন কিনা? এটা কি? কিজন্য ব্যবহার করে? এই বিষয়ে জানতে চাইতেছি।

উত্তরদাতা: ব্যবহার করে এই যে, যেহেতু রোগ হলে এইটা ব্যবহার করলে আমার এই অসুস্থটা ধুর হয়ে যাবে, সুস্থ হয়ে যাবো। এইজন্যই আরকি এটা দেয়। আর আমরা অসুস্থ হলেই তো কম-বেশি সবাই ডাক্তারের কাছে যায়। এই ধরেন সাধারণ মাথা ব্যথা হয়েছে সেজন্য আমরা নাপা খায় আর এই নাপা কিন্তু ভাল কাজ করে আমরা দেখেছি। বা কোথাও একটু ব্যথা হচ্ছে বা জ্বর হইছে তাহলে আমরা বলি একটা নাপা খাও তাহলে ভাল হয়ে যাবা।

প্রশ্নকর্তা: হুম। আচ্ছা, এই এন্টিবায়োটিকটা কোন রোগের জন্য ডাক্তাররা দেয়? বা কখন দেয়? রোগের কোন সময়টাতে এন্টিবায়োটিক ঔষধ ডাক্তাররা দেয়?

উত্তরদাতা: যখনই মনে করেন একটা রোগ দেখা দেয়, সাথে সাথে মনে করেন ডাক্তারের কাছে যায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কারণ ডাক্তারের কাছে এখন গেলে সহজে ঔষধ দেয় না। তো বলে যে আপনার এটা হয়েছে, আপনার একটু এটা টেস্ট করেন, কিছু টেস্ট দেয়, তখন আরকি ওই ঔষধটা দেয়। আপনার এটা হয়েছে আপনি এই ঔষধটা নিয়ে যান। এই ঔষধটা খেলে এটার জন্য এটা।

প্রশ্নকর্তা: ডাক্তার তো যে কোন ঔষধ দিতে পারে, আমি জানতে চাইছি নির্দিষ্ট করে এন্টিবায়োটিক ঔষধ সর্ম্পকে? এটা কি? আপনি যে বললেন ঔষধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরে দেয়, তো এই ঔষধটা কি ধরনের ঔষধ?

উত্তরদাতা: এই ঔষধটা অনেক সময় লিকুইডও থাকে আবার অনেক সময় এটা টেবলেট জাতীয় থাকে। ঔষধ তো দুই পদেরই থাকে বোতলে থাকে আবার পাতায়ও থাকে, তারপরে ক্যপসূল থাকে। (বাচ্চাদের কথা বলার শব্দ)

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক ঔষধ কোনগুলো কি আপনি চিনেন?

উত্তরদাতা: চিনি বলতে যেগুলো সাধারণত আমরা আনি তখন বুঝা যায় এটা এন্টিবায়োটিক ঔষধ, অনেক সময় একটা ঘুলানো ঔষধ দেয়, অনেক সময় আছে না এই যে পাউদারের মত দেয়?

প্রশ্নকর্তা: হুম

উত্তরদাতা: ওটাকে আবার হালকা গরম পানিতে দিয়ে ওই ঔষধটা বানাতে হয়। এটাই তো সাধারণত..এটাই তো এন্টিবায়োটিক ঔষধ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: এছাড়া ক্যপসূল আছে, এছাড়া একটু পাওয়ার দেওয়া ঔষধ দেয়, ৫০০ বা ৫০ পাওয়ারের ঔষধ আছে, আছে না?

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: যখন পাওয়ার বেশি দেয় সেটাই তো এন্টিবায়োটিক ঔষধ। এটাই আমরা সাধারণত এন্টিবায়োটিক ঔষধ বলে আমরা বুঝি।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আপনার মতামতকে আমি যদি সংক্ষেপে বলি সেটা হচ্ছে, যে ঔষধগুলো পাউদারের ঔষধ থাকে সেগুলো পানির সাথে মিক্স করা লাগে সেগুলো এবং কিছু ক্যপসূল থাকে যেগুলোর বেশি পাওয়ার থাকে সেগুলো ৫০০ বা ৫০ পাওয়ারের থাকে সেগুলো হচ্ছে এন্টিবায়োটিক ঔষধ। তাহলে এই ধরণের পাওয়ারের ঔষধগুলো কোন ধরণের রোগের জন্য দেয় সাধারণত?

উত্তরদাতা: অনেক সময় আছে না, জ্বর হইছে, আর জ্বর হইতেছে, হইতেছে ছাড়তেছে না এই এক সপ্তাহে জ্বর ছাড়েনা তখন এইটার জন্যই এই ঔষধ আসে। আবার শরীরের ভিতর তো বিভিন্ন ধরণের অসুখ হইতে পারে, না?

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: যেটা নাকি অনেক দিন ধরে আছে ছাড়ে না, তখনই তো ওই সব ঔষধ দেয়, যেমন একটা হলো ভাইরাস জ্বর, বর্তমানে একটা জ্বর হইতেছে সবার সেই চিকনগুনিয়া যেটাকে বলে আর অনেক সময় দেখি হাত-পাও নাকি ব্যথা করে, আঙ্গুল ব্যথা করে। এই সব তো ভাইরাস জ্বর, এগুলোর জন্য দেয়।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে কি এন্টিবায়োটিক ঔষধ ভাইরাস জ্বরের জন্য দেয় ডাক্তাররা?

উত্তরদাতা: দেয় না, এই সব রোগের জন্য তো দেয় সাধারণত। ঔষধ তো মনে করেন বিভিন্ন ধরণের আছে, ঔষধ মনে করেন একটা নাপা, এটার বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন নাম দেয়। ঠিক না?

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: অনেক আছে এক ঔষধ কিন্তু কোম্পানি ভিন্ন যার ফলে সবাই ঘুরে-ফিরে এরকমই ঔষধ দিচ্ছে; যেমন ধরেন- ডাইবেটিস, তার ডাইবেটিস হইছে সেজন্য একটা ঔষধ দেয়। আর এই এক ডাইবেটিসের জন্যই তো কত প্রকারের ঔষধ খায়।

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: তারপরে কোম্পানি ভিন্ন থাকার কারণে নাম থাকে ভিন্ন। তারপরে ধরেন কারোর প্রেশার হইছে সেটা তো ধরেন কেউ খায় একটা আবার কেউ অন্যটা এরকম বিভিন্ন ঔষধ আছে। যেমন কিছু নির্দিষ্ট ঔষধ আছে এই ঔষধটাই যত দিন বাচঁবা ততদিন খেতে হবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা, সেগুলোও কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। সবই তো দেখি এই লাইনেরই ঔষধ। তবে সঠিক আমি বলতে পারবো না এটাও কি এন্টিবায়োটিক ঔষধ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এটা বলতে পারেন না, না?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, তাহলে আমরা এটা একটু জেনে নিই শরীরে এটা কিভাবে কাজ করে এই এন্টিবায়োটিকটা খাওয়ার পরে?

----------৩৫:৩৫

উত্তরদাতা: এরপরে হচ্ছে, কিভাবে কাজ করে, না?

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: এটা মনে হয় আমি সঠিক বলতে পারবো না। মানে শরীরে যাওয়ার পরে আমরা যখন ঔষধটা খায়, এরপরে জানি না...মনে করেন এটা আল্লাহ্ এর ভিতরে কি করে জানি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা: এটা তো আল্লাহ্ জানে কোন রোগের জন্য কোন ঔষধটার সেফা আছে এটা খাওয়ার পরে এটা আল্লাহ্ সুস্থ করে সেটা আল্লাহ্ ই জানে আমি জানি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে এই যে এন্টিবায়োটিক কিনতে হলে ফার্মাসি থেকে আপনাদের কি প্রেসক্রিপশন দেখাতে হয়?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। প্রেসক্রিপশন দেখাতে হয় তো। অনেক সময় বুঝে না তখন ওই কাগজটা নিয়ে গেলে দেখানো যায় আমার এই ঔষধটা লাগবে তখন ওরা দিয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: হু হু। এই যে আপনাকে ওরা ঔষধ দিয়ে দিলো, আপনি ঔষধ কিনে নিয়ে আসলেন কিভাবে খেতে হবে বা দিনে কতগুলো খেতে হবে, কত দিনের জন্য খেতে হবে এটা আপনি কিভাবে জানেন?

উত্তরদাতা: ওই যে অনেক সময় ওরা যে ঔষধ দেয় তখন উনি সেই ঔষধটা লিখে দেয় অবশ্যই ডাক্তার যে সেই ওখানে লিখে দেয় পাশে, আবার কেউ যদি লেখাপড়া জানি বা বুঝি তাহলে সেটা আমরা বুঝবো এটা তিন বেলা খেতে হবে বা এটা দুই বেলা খেতে বলেছে, তখন আমরা ওই অনুযায়ী খায়। আবার যদি না বুঝি তখন যে বুঝে তাকে বলি এটা দেখেন তো এটা কি লিখেছে? এটা কিভাবে খাবো?

প্রশ্নকর্তা: হুম

উত্তরদাতা: এছাড়া অনেক সময় বোতলের গায়ে লেখা থাকে। এই বোতলে দিয়েছে এটা বাচ্চার জন্য হোক এটা তিন চামচ করে খেতে হবে, এভাবে লেখা থাকে আমরা এভাবে খেয়ে নিই।

প্রশ্নকর্তা: আর ডাক্তার বা ফার্মাসির লোক কিছু বলে এটা কিভাবে খেতে হবে? এগুলো?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, যখন উনি ঔষধটা দেয় তখন অনেক সময় আমরা বলি যে এই ঔষধটা ও খাবে বুঝতে পারবে না, আপনি একটু লিখে দেন কিভাবে খাবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তখন উনি বলে দেয় যে এই চারটা দিয়েছি এটা এভাবে খেতে হবে দুইবার খাবে বা তিনবার খাবে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু।

উত্তরদাতা: বা অনেক সময় আছে না, এটা এই সপ্তাহে খেয়েছে আর সামনের সপ্তাহে আর একটা খাওয়া লাগবে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: এই রকম বলে দেয় বা লিখে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনার কি কোন নির্দিষ্ট এন্টিবায়োটিক আছে যে ওই এন্টিবায়োটিকটা কোন নির্দিষ্ট রোগের জন্য পছন্দ করেন? আপনি নিজেই বলেছেন বিভিন্ন কোম্পানির আছে, একই ঔষধ কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানির আছে বিভিন্ন নামে আছে।

উত্তরদাতা: এরকম আছে, না? সব ঔষধ তো সব জায়গায় থাকে না। এখন তো মনে করেন অনেক কোম্পানির ঔষধই তো বানাচ্ছে নতুন নতুন, ঠিক না?

প্রশ্নকর্তা: আপনার কি কোন নির্দিষ্ট এন্টিবায়োটিক আছে, ধরেন জ্বর হলো, আর জ্বরের জন্য আপনি ওই এন্টিবায়োটিকই খেতে পছন্দ করেন?

উত্তরদাতা: জ্বরের জন্য সাধারণত আমরা নাপা এক্সট্রা বেশি পছন্দ করি।

প্রশ্নকর্তা: ও, এই নাপা এক্সট্রা কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা: এটা তো এন্টিবায়োটিকই, নাপা এক্সট্রা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, নাপা এক্সট্রা এন্টিবায়োটিক, না?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: এটা আমার মনে হয়, আপনার কি মনে হয় সেটা তো আমি জানি না।

প্রশ্নকর্তা: না, আপনি যেটা জানেন আমি সেটা জানতে আসছি, আপনাদের ধারণাটা জানতে আসছি।

উত্তরদাতা: আমরা সাধারণত এই নাপা শুধু যেটা সেটা তো সাধারণ আর নাপা এক্সট্রাটা নিই যখন আর একটু জ্বর বেড়ে যায়। আর যেহেতু সেটা এটার থেকে পাওয়ার বেশি এজন্য ওটা সবাই খায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আর আমার তো ওই যে একটা ঔষধ বললাম বর্তমানে খাইতেছি যেটা নাকি বর্তমানে প্রেশারের জন্য ওই একটা ঔষধই খায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, শেষবার এন্টিবায়োটিক ঔষধ পরিবারের কার জন্য নিয়ে আসছেন?

উত্তরদাতা: এই যে আমার ছেলেটা এই ঔষধ খায়তেছে।

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা। একটু আগে বললেন এই যে শুলকানির জন্য ঔষধ খাচ্ছেন ওই দাউদ না কি যেন বললেন। হ্যাঁ, ওটা কি এন্টিবায়োটিক ঔষধ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, সেটা কিনতে কত টাকা লাগছিলো? তার কি কোন প্রেসক্রিপশন ছিলো ওই এন্টিবায়োটিকটা কিনার জন্য?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন তো আছে কিন্তু ঘটনা হইছে যে এখন নির্দিষ্ট করে মনে নেই কত টাকা লাগছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আনুমানিক কত টাকা হবে?

উত্তরদাতা: ওর আব্বু টাকা দিয়ে বললো তুমি ঔষধ নিয়ে এসো আর আমাকে এসে বললো আম্মু আমার ঔষধ তো ৭০০ টাকার মত হইছে না কি এরকম বলেছিলো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এটা কি দুই জনের জন্য নাকি এক জনের জন্য?

উত্তরদাতা: না একার জন্য।

প্রশ্নকর্তা: ও একার জন্যই ৭০০ টাকার ঔষধ। আর আপনি বলতেছেন সেগুলো এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে তখন কি প্রেসক্রিপশন ছিলো?

উত্তরদাতা: হু, ঔষধের প্রেসক্রিপশন ছিলো। ওটা নিয়েই গেছে কারণ ও তো ছোট মানুষ কগজটা দিয়ে পাঠানো লাগে।

প্রশ্নকর্তা: আপনি বলছেন যে, ডা:২৮ যেখানে বসে ওখান থেকে ওই দিন নিয়ে আসতে পারে নাই অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসছে।

উত্তরদাতা: হঠাৎ করে যদি ওখান থেকে নিয়ে আসতে না পারলে তখন অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসে।

প্রশ্নকর্তা: ও আপনি তো বলেছেন পরে আবার ওখান থেকেই নিয়ে আসছিলো টাকা দিয়ে।

উত্তরদাতা: হ্যাঁ ওর কাছ থেকে নিয়ে আসছিলো। ঘটনা হইছে কি ওর কিছু ঔষধ অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসছে আর যে মলমটা ওর দরকার সেটা সে ওই জায়গায় পায় নাই তাই ওখান থেকে আনা লাগছে।

----------৪০:৩৫

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো অন্য জায়গা থেকে নিয়েছেন তাহলে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: মলমটা শুধু ডা:২৮ এর ফার্মাসি থেকে নিয়েছেন।

উত্তরদাতা: হুম, বেশির ভাগ আমরা ওখান থেকে নিয়ে আসি। হঠাৎ করে মনে করেন বাইরে থেকে আনি সব সময় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় এখন কি সে সুস্থ আছেন? এই ঔষধ খাওয়ার পরে?

উত্তরদাতা: মোটামুটি ভাবে সুস্থ কিন্তু শুলকানিটা এখনো পুরো ভাল হয় নাই। মাঝে মাঝে ভাল হয় আবার দেখা দেয়। এটা ভাল হতে এমনি অনেক দিন যায়, দেখেছি যার যার হয়েছে এই দাউদের মত এটা যে কি বলে ধরেন এটা একটু একটু করে ছড়িয়ে যায়, এটা হচ্ছে যে একটু কমে আবার বেড়ে যায়। ওইদিন বলছে আম্মু আমার শুলকানিটা তো ভাল হলো না, তখন আমি বলেছি তোমার আর কিছু দিন ঔষধ খাওয়া লাগবে আর মলমটাও ব্যবহার করতে থাকো পরে ভাল হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ও কি এখন ঔষধ নিয়মিত ব্যবহার করতেছে? মানে মাঝে মাঝে গ্যাপ দিচ্ছে কিনা?

উত্তরদাতা: মাঝে মাঝে তো গ্যাপ দেয়ই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এটা কি ডাক্তার বলছিলো?

উত্তরদাতা: না না। ও মলমটা সবসময় দেয়, কিন্তু ওই ঔষধটা না মাঝে মাঝে খেতে ভুলে যায়। ধরেন কোন এক জায়গায় গেছে ঔষধটা নিয়ে যায় নি।

প্রশ্নকর্তা: হুম

উত্তরদাতা: এরকম আর কি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা এরকম হচ্ছে এন্টিবায়োটিক ঔষধটা খেতে গিয়ে?

উত্তরদাতা: খায়ছে, এখন বর্তমানে বললো যে, আবার একটু ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগবে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: দেখি আবার কি করা যায়।

প্রশ্নকর্তা: এখন আপনার কেমন লাগছে নিজের ঔষধটা খাওয়ানোর পরে সে সুস্থ হইছে বা সুস্থ হয় নাই আপনার এজন্য কি অনুভুতি?

উত্তরদাতা: সেরকম না, মানুষ সুস্থ হলে তো স্বাভাবিক ভাবে খুশিই হয় কিন্তু ওর এখনো অসুখটা রয়েগেছে আর এই শুলকানিটা ভাল হলে মনে হয় ভাল হয়ে যেতো কিন্তু ভাল হয় নাই তাই এখনো ভাল অনুভুতি আসে নাই। যদি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যেতো তাহলে নিজের ভাল লাগতো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। নিজে ব্যবহার করার জন্য আপনাদের পরিবারে এরকম কোন এন্টিবায়োটিক কি রেখে দিয়েছেন বাড়িতে? এরকম কিনে রেখে দিয়েছেন? বা কারোর শেষ হয় নাই তাই রেখে দিয়েছেন এরকম কি আছে?

উত্তরদাতা: না নেই।

প্রশ্নকর্তা: নাই, না?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আপনি এটা একটু বলেন এই যে এন্টিবায়োটিক ঔষধের মেয়াদ বা এক্সপিয়ার ডেট বলে এই সর্ম্পকে একটু বলেন?

উত্তরদাতা: ওই ঔষেধ মেয়াদ বলতে একটা ঔষধ যখন আনে ওই ঔষধের উপর লেখা থাকে একটা ঔষধের গায়ে লেখা থাকে কবে ঔষধটা বানায়ছে আবার কতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। এইটা যখন দেখি মনে করেন এখন তো ১৫ চলছে...না...

প্রশ্নকর্তা: ১৭ চলছে

উত্তরদাতা: এখন ১৭ চলছে এই ঔষধটা ১৮ পর্যন্ত চলবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা

উত্তরদাতা: তখন আমরা বলি ঠিক আছে এটা এতদিন পর্যন্ত চলবে এবং বাকিটা তাহলে থাক। আর যদি সমস্যা হয় তখন পরে আবার এটা খাওয়াতে পারবো। কিন্তু ওই যে ডেটটা যদি ওভার হয়ে যায় অনেক সময় দেখা যায় এটা ১৬ তে তৈরি করেছে ধরেন এই ডেটটা পার হয়ে গেছে তো তখন আর আমরা সেটা খাওয়ায় না, কারণ এটার তো ডেট ওভার হয়ে গেছে তো এটা খাওয়ালে সমস্যা হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তার মানে ঔষধের মধ্যে ডেট থাকে?

উত্তরদাতা: ঔষধ কিনার সময় দেখি ঔষধটা কবে তৈরি করলো আর কত সাল পর্যন্ত চলবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এরকম কি কখনো আপনার মনে হইছে যে এন্টিবায়োটিক খেলে মানুষের শরীরে কোন ক্ষতি হতে পারে?

উত্তরদাতা: হু হু এটা তো অনেক সময় শুনি যে যখন কোন একটা ঔষধের ডেট পার হয়ে যায় বা এরকম অনেক দিন থাকে ওই ঔষধটা যদি ভুল করে কেউ দিয়ে দেয় তখন সেই ঔষধটা অনেক সময় নাকি বিষাক্ত হয়ে যায়। ওই ঔষধ তখন যদি খায় তখন তো মানে মানুষের জীবন নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়।

প্রশ্নকর্তা: সেটা হচ্ছে এক্সপিয়ার ডেট পার হওয়া ঔষধ যদি খায় তাহলে মাসুষের ক্ষতি হয়।

উত্তরদাতা: তাছাড়া অনেক সময় ভুল ঔষধ দিয়ে দেয় যে এই রোগ হয়েছে আর ঔষধ দিয়ে দিয়েছে অন্য একটার। এরকম তো দেখি বা শুনি ভুল রোগের চিকিৎসা করেছে এজন্য অনেক সময় মানুষ মারা যায় এসব আমরা শুনি এখন। এগুলো সবই তো হায়াত

আল্লাহর হাতে মনে করেন মৃত্যু আসলে কেউ ঠেকাতে পারবে না তখন ঔষধপত্র বলেন বা যাই বলেন। তারপরেও দেখেন ভুল চিকিৎসার কারণে মানুষ মারা যায় তখন মানুষ বলে এটা করলে এটা হইতো বা এটা যদি না করতো তাহলে এটা হইতো না। এটাই আর কি।

----------৪৫:০০

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আমি এখানে যেটা জানতে চাইতেছি সেটা ধরেন এই যে এন্টিবায়োটিক ঔষধ আমরা বলছি এটা খেলে মানুষের শরীরে কোন ক্ষতি করে কিনা? এক্সপিয়ার ডেট না শুধু ওই ঔষধটা খেলে কোন ক্ষতি হয় কি না?

উত্তরদাতা: ক্ষতি তো তেমন দেখি না, তবে ঔষধ খেলে তো দেখি আল্লাহ্ সুস্থ করে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এন্টিবায়োটিক ঔষধ খেলে? ওই যে পাওয়ারের ঔষধ?

উত্তরদাতা: ওই যে অনেক সময় মানুষ বলে না এই একটু বয়স বাড়লে ঔষধ খাওয়ায় লাগে। আর আল্লাহ্ যতদিন হায়াত রাখছে ততদিন তো জীবিত থাকা লাগবে। এই সুস্থতা তো সব আল্লাহর হাতে এটা তো প্রথমেই বলেছি এটা আমি বিশ্বাস করি ১০০% তো কিছু হবে না সবকিছু তো আল্লাহই করে কিন্তু তারপরেও এই ঔষধটা খাওয়ার পরে দেখি যে অসুস্থ লাগতেছে এই ঔষধটা খেলাম তখন দেখি যে আল্লাহ্ একটু সুস্থ সুস্থ লাগতেছে একটু ভাল লাগতেছে ক্ষতি তো তেমন দেখি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই যে এন্টিবায়োটিক ঔষধ বা পাওয়ারের ঔষধগুলো খেলে...

উত্তরদাতা: এরকম অনেক শুনি যে পাওয়ারের ঔষধ অনেক খেলে শরীরে অনেক ক্ষতিও করে। ধরেন আমার হ্যাসবেন্ডের কথাই বলেন সে এত পাওয়ারের ঔষধ সবসময় খায় মানে খাওয়া লাগে অনেক সময় বলে যে কিডনি সমস্যা হয়ে যায়। অন্যান্য দিক থেকেও দেখা যায় একটা ঔষধ যদি বেশি খায় তাহলে দেখা যায় অন্য সাইডে সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: এরকমও হইতে পারে। তো এরকম দেখি বা এরকম শুনি। তবে বেশিরভাগ ঔষধের দ্বারা শরীর সুস্থ হয়ে যায় তারপরেও ক্ষতিও একটু থাকে এটা না যে সর্ম্পণ ভালগুণ থাকে।

প্রশ্নকর্তা: আর আপনার তো গরু বা ছাগল কিছু নেই?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা: এই গরু বা ছাগল এগুলোও তো অসুস্থ হয়ে যায় এগুলোর জন্য এন্টিবায়োটিক লাগে কি না বা কোন ঔষধ লাগে কি না এটা সর্ম্পকে বলতে পারবেন?

উত্তরদাতা: অনেকে দেখি বাসায় কবুতর পালে আর দেশের বাড়িতে দেখি মুরগী পালে তখন তো অসুখ হয় অসুখ হলে তখন ঔষধ এনে খাওয়ায় দেয়। আর এখন তো বিভিন্ন পশুর ডাক্তারও আছে আর এরা দেখি পশু পাখির ঔষধও খাওয়ায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ওদের ও কি এন্টিবায়োটিক খাওয়ায়? এানে কোন ধরণের অসুখের জন্য কি খাওয়ায়?

উত্তরদাতা: ও ওইগুলো সম্বন্ধে বলতে পারবো না। তবে দেখেছি ঔষধ এনে খাওয়ায় বা এই যে কবুতর পালে অনেকেই ওদের দেডষ ঔষধ খাওয়ায়।

প্রশ্নকর্তা: কোথা থেকে এই ঔষধগুলো পাই?

উত্তরদাতা: এই যে বিভিন্ন ফার্মাসি থেকে নিয়ে আসে। এটা আমরা পালি না তো যার কারণে এটা বলা যায় না।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আমরা এতক্ষণ এন্টিবায়োটিক ঔষধ নিয়ে বললাম এখন আমি আপনার থেকে জানতে চাইতো এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স, এটা সর্ম্পকে শুনেছেন কিনা? বা এন্টিমাইক্রোবিয়েল রেজিসটেন্স?

উত্তরদাতা: এটা সম্বন্ধে সঠিক আমি বলতে পারবো না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ধরেন এই যে ডাক্তার একটা ঔষধ দেয়, ওই যে ধরেন ডা:২৮ ঔষধ দিলো ৭ দিনের ঔষধ দিলো এক জনকে খাওয়ানোর জন্য দিনে দুইবার করে খাওয়াতে বললো, হ্যাঁ? একটা এন্টিবায়োটিকের কোর্স পুরো ঔষধ দিলো তখন এই ঔষধটা যদি আপনি সে যেভাবে বলেছে সেভাবে শেষ না করেন, তাহলে কিছু হবে কিনা?

উত্তরদাতা: কিছু হওয়া মানে হচ্ছে যে...

প্রশ্নকর্তা: যদি কোর্স শেষ না করে? ধরেন ঔষধ ৭ দিনের দিলো আর আমি ৩ দিন খেলাম?

উত্তরদাতা: এটা দেখা যায় ঔষধ ৭ দিনের দিয়েছে যদি আমি পুরো না করি তাহলে আমার ওই অসুস্থটা থেকে যায় অনেক সময়। অনেক সময় দেখা যায় সেটা আবার দেখা দেয় এরকমও হতে পারে। তাই সাধারণত আমরা বলি যে ডাক্তার তোমাকে এটা দিয়েছে তোমাকে এটা পুরা করতে হবে। আমরা পুরা করি তারপরেও পুরা করার পরেও কিছু হয় সেটা অন্য ব্যপার। কিন্তু ডাক্তার যেটা বলে সেটা আমরা চেষ্টা করি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনারা চেষ্টা করেন পুরা করার আর যদি পুরা না করেন তাহলে অসুখটা থেকে যেতে পারে।

উত্তরদাতা: এরকম হয়। কিছু দিন পরে হয়তো এরকম দেখা দেয়। তখন আমরা বলি ওটা যদি তখন পুরা করতে তাহলে এখন হয়তো সমস্যা হতো না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই সর্ম্পকে আপনি কোথা থেকে শুণেছেন?

উত্তরদাতা: এটা আসলে তো সাধারণত এটা বিভিন্ন লোক-মুখে শোনা হয় যে এটা সে বলছে বা ও বলছে এরকম আরকি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। মানে মানুষের কাছ থেকে শুনেছেন। তাহলে এটা একটু বলেন যখন এরকম সমস্যা হয় তখন আপনারা কোন চিন্তা করেন কিনা? বা এরকম কিছু হতে পারে বলে দুচিন্তা করেন কিনা ঔষধ খেতে গিয়ে?

উত্তরদাতা: না, ওই চিন্তাটা না করাই ভাল, আর ভাল-মন্দ সবকিছু আল্লাহ্ করে। আর আমরা সব সময় বলি আল্লাহ্ তুমি এই ঔষধের ভিতরে সেফা রেখো তুমি এই অসুখটা ভাল করে দিও কারণ ভাল করার মালিক তুমি। অঅর পরবর্তীতে কি হয় না হয় সেটা তো আল্লাহই জানে। তকদিরে যেটা আছে সেটা মানুষের হবেই। এটা তো বিশ্বাসই করি। যখন ঔষধ খাইতেছি আর ভাল হয় না তাহলে আল্লাহ এভাবেই রাখছে এর ভিতরেই সব করতে হবে আল্লাহ্ এভাবেই করেছে। এই আরকি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ধরেন এই ধরণের ঔষধ খাওয়ার পরে অসুখ যদি আবার বেড়ে যায় এটা একটা সমস্যা। এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য বা দূর করার জন্য কি করতে হবে?

উত্তরদাতা: মনে করেন তখন ওই ডাক্তারের কাছে আবার যাওয়া লাগে। আপনি এটা দিয়েছিলেন এটা তো কোন কাজ হলো না এটা এখন কি করা যাবে তখন ওই ডাক্তারের কাছে আবার ফিরে যাওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু আপনি তো ঔষধটা সম্পর্ণ করেন নাই এজন্য...

উত্তরদাতা: তখন ডাক্তার বলে আমি যে দিয়েছিলাম তখন কি সেভাবে করেছিলেন? তখন বলে যে সেটা তো পুরা করা হয় নাই তখন বলে এটা আবার দিলাম এটা পুরা করতে হবে। এরকম বলে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ আপা। অনেকক্ষণ কথা বললাম আপনার সাথে।

উত্তরদাতা: আপনাকেও থ্যাংকিউ।

----------৫০:৫১